147

দৈনিক সং

0 ? OCT 1987 ... পৃষ্ঠা ১

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ডিগ্রী পরীক্ষার রুটিন ও ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ

অনেক টালবাহানা করে এবার শেষ পর্যন্ত ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ ঠিক হলো। অনেক বার এই পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। আবার পেছানোর চেষ্টা চলছে। এর আগে পরীক্ষা পেছানোর জন্য কোন কারণ খুঁজে পাই না। যদিও এবার দেশের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির জন্য পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। দেশের স্বার্থে হয়ত: এটা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু এর আগে কোন যুক্তিতে পরীক্ষা পেছানো হয়েছিল। আমরা প্রত্যেকটি নিরীহ ছাত্র এর কৈফিয়ত চাইছি। আমরা সাধারণ ছাত্ররা একটা জিনিস ভালো করেই জানি, কিছু ছাত্র আছে যারা ফ্যাশান হিসাবে পড়ালেখা চালাচ্ছে পরীক্ষা পেছালেও তাদের কোন ক্ষতি নেই, কারণ তারা সারা বছর পড়ে না। পরীক্ষার তারিখ দিলেই শুরু হয়ে যায় তাদের আন্দোলন। পরীক্ষা পেছাতে হবে, নকলের সুযোগ দিতে হবে। কেনো এই ক'জন নামমাত্র ছাত্রদের জন্য অধিকসংখ্যক ছাত্রদের অভিভাবকদের বছরের পর বছর বাড়তি ব্যয়ের ভার বহন করে বেড়াতে হবে। কর্তৃপক্ষের এটা বিবেচনা করা উচিত। এদেশের অধিকসংখ্যক ছাত্রের পিতামাতা তাদের ছেলেমেয়েদের ডিগ্রী পর্যন্ত পড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। এতটুকু জানার পরও কাদের স্বার্থে এ রকম সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জানা উচিত, বোঝা উচিত, মগজে নেয়া উচিত--কোন দেশের ইতিহাসে পরীক্ষা পেছানোর এরকম নজির নেই। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। অথচ এই শিক্ষাকে সামনে রেখে আমাদের সরকার ও ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ মেরুদণ্ড ভাঙ্গার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। বার বার শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নানা অজুহাতে ভার্সিটি মাঝখান থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুবিধা লুটছে ক্ষমতাসীন একটি চক্র। শিক্ষাঙ্গনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যাহোক আমার আলোচ্য প্রসংগে আসি। প্রসঙ্গটা হচ্ছে এবারের ডিগ্রী পরীক্ষার রুটিন নিয়ে। পরীক্ষা পেছানোর ব্যাপারে যেরকম তড়িঘড়ি করেন পরীক্ষার রুটিন দেয়ার ব্যাপারেও ছেলেমানুষী শুরু করেছেন। কর্তৃপক্ষের ভাবসাব এই যে, "দাঁড়াও তোমরা এবার পরীক্ষা না পেছানোর আন্দোলন শুরু করেছো, দেখি তোমরা কিভাবে পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারো। পরীক্ষায় পাস করে চাকরি করার পথ তো বন্ধ করেই দিয়েছি। (বলা বাহুল্য সরকার সরকারী চাকরিতে লোক নিয়োগ বন্ধ রেখেছেন)। বিএ'র রুটিন (চিটাগাং ভার্সিটি) এবার সবচেয়ে খারাপ হয়েছে। প্রথম দুই-বারের রুটিন ভালোই হয়েছিল। এবারের রুটিনে একনাগাড়ে ৬ দিন পরীক্ষা। ১০-১৫ তারিখ পর্যন্ত। একদিনও গ্যাপ নেই। বিশেষ করে এবার হঠাৎ করে কতগুলো সেন্টার কেটে দিয়ে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার পাশাপাশি ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এটুকু বুদ্ধি রাখা উচিত ছিল যে, যে সেন্টারগুলো কাটা হয়েছে সেই সেন্টারের ছেলেগুলোর কি উপায় হবে। সেন্টার কেটে দেয়ায় ও বদলানোতে ছেলেগুলোর পক্ষে পরীক্ষা দেয়া তখনই সম্ভব হত, যদি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতেন, প্রত্যেকদিন একটা ছেলের পক্ষে ফেনী-কুমিল্লা, শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার এই দূরত্বে গিয়ে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব কিনা না। অতএব রুটিনটা অন্ততঃপক্ষে তাদের সুবিধামত অর্থাৎ কিছু গ্যাপ দিয়ে করা উচিত ছিল। যা হোক এই রুটিন ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের ওপর তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় বহন করে। আশা করি, বিএ'র রুটিন কেমন হয়েছে তা এবার ভেবে দেখবেন। আবার বলছি, পূর্বোক্ত কথার জের টেনে, ভবিষ্যতে যদি আবার পরীক্ষা পেছানোর, হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আমরা, সাধারণ ছাত্ররা এই ব্যাপারে যদি কোন আইন থেকে থাকে তাহলে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব।

শুভ চক্রবর্তী,
২৪/২৫, মাহমুদ ভিলা
রেস কোর্স কুমিল্লা।